যুগান্তর

১৬/৫/২০০১

তারিখ ... ...
পৃঃ ১২ ... কলাম ... ৪ ......

সার্টিফিকেট জালিয়াতির হোতা স্বপন
পুলিশকে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে

উত্তম কুমার দাস, *রাজশাহী থেকে*

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ডের সার্টিফিকেট জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতারকৃত কথিত অধ্যক্ষ, শামস-উল-হক স্বপন তার কার্যক্রম সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে। সে দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করেছে। তার সঙ্গে রাজশাহী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশ রয়েছে বলে স্বপন পুলিশকে জানিয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না।

সিআইডির রাজশাহী অঞ্চলের একটি বিশেষ দল ১০ মে মধ্যরাতে রাজশাহী মহানগরীর ছোট বনগ্রাম এলাকায় স্বপনের ভাড়া বাসায় অভিযান চালিয়ে রাজশাহী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের জাল (অব্যবহৃত) সার্টিফিকেট ও প্রবেশপত্র, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্রসহ হাজারের বেশি কাগজপত্র ও ৮২টি সিল উদ্ধার এবং তাকে গ্রেফতার করে। ইতিমধ্যে সিআইডি পুলিশ তাকে রিমান্ডে নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জাল সার্টিফিকেট বিক্রির অভিযোগে এর আগে স্বপন ও তার সহযোগী খলিলের বিরুদ্ধে তানোর থানায় একটি মামলা হয়। খলিলকে গ্রেফতারের পর সে ১৬৪ ধারায় দেয়া জবানবন্দিতে জালিয়াত চক্রের নেতা হিসাবে স্বপনের নাম উল্লেখ করে। ওই মামলার তদন্ত এখনও চলছে। সিআইডির এএসপি সত্যরঞ্জন রায় সাংবাদিকদের বলেছেন, স্বপন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে তা প্রকাশ করা যাচ্ছে না।